অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচন

আচরণ বিধিমালা-২০২৪

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ

৫৩/১, জনসন রোড, ঢাকা-১১০০

অধ্যাপক ডা. মো. সামসুর রহমান
সদস্য সচিব ও অধ্যক্ষ
শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন-'২৪
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ

অধ্যাপক ডা. এমরান কবীর চৌধুরী
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন-'২৪
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ

০১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ** এই বিধিমালা ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

০২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আচরণ বিধিমালায় -

ক) 'নির্বাচন পূর্ব সময়' বলিতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

খ) 'প্রার্থী' বলিতে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রার্থীকে বুঝাইবে।

গ) 'নির্বাচনী পোলিং এজেন্ট' বলিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। যিনি নির্বাচনের দিন নির্বাচন পর্যবেক্ষনের নিমিত্তে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

০৩। একজন প্রার্থী কেবলমাত্র একটি "মনোনয়ন পত্র" দাখিল করতে পারবেন।

০৪। একজন প্রস্তাবক এবং একজন সমর্থক শুধুমাত্র একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রেই প্রস্তাবক ও সমর্থক হতে পারবেন।

০৫। কোন প্রার্থী অন্য কোন প্রার্থীর জন্য প্রস্তাবক অথবা সমর্থক হইতে পারবেন না।

০৬। প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকিবে। প্রতিপক্ষ কোন প্রার্থীকে প্রচারণার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা যাইবে না।

০৭। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগন কলেজের কোন স্থাপনা, যানবহন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারনা চালাইতে পারিবেন না।

০৮। অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য পদে নির্বাচনী প্রচারণায় কোনরূপ মিছিল, জনসভা, অভিভাবক সভা, শোভাযাত্রা, লাউড স্পীকার, পোস্টার, বাই-সাইকেল, মটর সাইকেল কিংবা গাড়ী বহর ব্যবহার করা যাইবে না। এছাড়াও নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোক সজ্জাকরণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা করিতে পারিবেন না।

০৯। নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর বক্তব্য ও ছবি সম্বলিত শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এ'ছাড়াও নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে ভোটারগণকে কোন প্রকার উপঢৌকন প্রদান করা যাইবে না।

১০। নির্বাচনী প্রচারণায় কেবল (৫১/২ x ৮১/২) ইঞ্চি সাইজের সাদা-কালো লিফলেট প্রকাশ ব্যতিত অন্য কোন প্রকার ব্যানার, ফেস্টুন, দেয়াল লিখন, পোষ্টার, ইত্যাদি ব্যবহার করা সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ।

১১। প্রার্থী শুধুমাত্র নিজে স্বশরীরে ভোটারদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজ পক্ষে প্রচারণা করতে পারবেন। ইহা ছাড়া এস.এম.এস, মোবাইল ফোন, টেলিফোন বা ভয়েস রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমেও ভোট চাইতে পারবেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ে, সংগঠনের পরিচয়ে অথবা সম্মিলিতভাবে প্রচারণা চালানো যাইবে না।

১২। নির্বাচনী প্রচারণায় কোন প্রকার ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না।

১৩। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে ভোটার ছাড়া কোন সংগঠণ বা সমষ্টি প্রচারণায় অংশ নিতে পারিবেন না।

১৪। শান্তিপূর্ন ও সুশৃঙ্খল ভোট গ্রহণে এবং কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন প্রভাবশালী/স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাইবে না।

১৫। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারগণ/নির্বাচনী কর্মকর্তা/কর্মচারী/প্রার্থী/পোলিং এজেন্ট এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। নির্বাচনী পোলিং এজেন্টগন তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

১৬। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের জন্য ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন। নিজস্ব ভোট প্রদান শেষে প্রার্থী কোন অবস্থাতেই ভোট গ্রহণ কক্ষে অবস্থান করতে পারবেন না।

১৭। নির্বাচনী প্রচারণায় কোন প্রকার রাজনৈতিক বক্তব্য অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য প্রদান করা যাইবে না।

১৮। এই নির্বাচন আচরণ বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ প্রার্থী প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচন কমিশন বরাবর আর্জি পেশ করিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৯। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষনার পূর্বে কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না। তবে নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক প্রার্থীগন তাদের প্রচারনা চালাইতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. মো. সামসুর রহমান
...ও অধ্যক্ষ
...নির্বাচন-'২৪

২০। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২৪ ঘন্টার পূর্বে নির্বাচনী প্রচারনা সম্পূর্নরূপে বন্ধ করিতে হইবে। এ' ক্ষেত্রে ২৫-০৪-২০২৪ইং তারিখ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০.০০ ঘটিকার পর হতে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাইবে না।

২১। এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতেছেন তবে উক্ত প্রার্থী নির্বাচনের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন।

২২। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগন কর্তৃক অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারো শান্তি ভংগ করিলে বা প্রচেষ্টা চালাইলে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা বিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৩। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরা ভোটগ্রহণ কক্ষে থাকাকালীন মোবাইল ফোন বা কোন প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

২৪। সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(অধ্যাপক ড. এমরান কবীর চৌধুরী)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৪
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ

(অধ্যাপক ডা. মো. সামসুর রহমান)
সদস্য সচিব ও অধ্যক্ষ, কলেজ
শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৪
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ